بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৩ই মার্চ, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.)-এর আত্মত্যাগের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আমি খোদার একত্ববাদের প্রতি তাঁর ব্যাকুলতা সম্পর্কে দুই জুমুআ পূর্বে বর্ণনা করেছিলাম যা থেকে সাব্যস্ত হয়, তিনি শুধুমাত্র স্বীয় কথা ও কর্মের মাধ্যমেই খোদার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যান নি, বরং সাহাবীদের মাঝেও তিনি এর জন্য সব ধরনের কুরবানীর এরূপ স্পৃহা ও চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন, যার কোনো তুলনা হয় না। আজও আমি তাঁর (সা.) জীবনচরিতের আলোকে এ বিষয়ে কিছু ঘটনা তুলে ধরব আর এ প্রেক্ষাপটে কতক সাহাবী (রা.)-র দৃষ্টান্তও উল্লেখ করা হবে।

একবার পৌত্তলিকরা মহানবী (সা.)-কে বলে, **তুমি কি আমাদের উপাস্য সম্পর্কে এই এই কথা বলো?** তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। এরপর লোকেরা তাঁকে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে তাঁর (সা.) চারপাশে জড়ো হয়। হযরত আবু বকর (রা.) কারো কাছ এ সংবাদ পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে আসেন আর তাদেরকে এ অবস্থায় দেখে বলেন, **তোমাদের অকল্যাণ হোক! "তোমরা কি কেবল এ কারণে এক ব্যক্তিকে হত্যা করবে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রভু-প্রতিপালক আর তিনি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন"** (সূরা আল্ মুমিন:২৯)। তখন তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.) কাছে ছুটে যায় এবং তাকে মারতে আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর (রা.)-র কন্যা হযরত আসমা (রা.) বলেন, তিনি (তথা আব্বাজান) যখন বাড়িতে আসেন তখন দেখি, তাঁর মাথায় হাত দিলেই চুল উঠে আসছিল অথচ তিনি (রা.) বলছিলেন, **'তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' হে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত খোদা! তুমি কতই না মহান।** এক বর্ণনানুযায়ী তারা মহানবী (সা.)-এর চুল ও দাড়ি মোবারক এত জোরে টেনেছিল যে, তাঁর অধিকাংশ চুল ঝড়ে পড়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন এবং লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়ে কাঁদতে থাকেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **হে আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমাকে এ কারণে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি উৎসর্গ হয়ে যাই।**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) বাজার থেকে ফিরছিলেন, তখন মক্কার বখাটে ছেলেদের একটি দল তাঁর কাছে একত্রিত হয়ে সারা পথ তাঁর ঘাড়ে আঘাত করতে থাকে আর বলতে থাকে, **এই হলো সেই ব্যক্তি যে বলে, আমি নবী।** মহানবী (সা.)-এর গৃহের চারপাশের বাড়িঘর হতে প্রায়ই তাঁর গৃহের দিকে পাথর নিক্ষেপ করা হতো। কখনো কখনো তাঁর গৃহে নোংরা ও অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করা হতো; এমনকি যেখানে খাবার রান্না করা হতো সেই স্থানেও অপবিত্র বস্তু ফেলা হতো, এমনকি পশুর নাড়িভুড়িও ফেলা হতো। যখন তিনি (সা.) কাবাগৃহে নামায পড়তেন তখনও তাঁর ওপর মাটি ও ধূলা নিক্ষেপ করা হতো। কিন্তু **তাঁর সেই পবিত্র ও বরকতময় সত্তার প্রতি শত সহস্র দরূদ বর্ষিত হোক!** একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর হৃদয়ে যে অদম্য ব্যাকুলতা ও তীব্র আকুলতা বিদ্যমান ছিল তা এক মুহূর্তের তরেও কখনো হ্রাস পায় নি। তিনি এসব কষ্ট ও নির্যাতনকে আত্মিক প্রশান্তি ও ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি মানবজাতির প্রতি তাঁর মমতা, দয়া ও ভালোবাসা সামান্যতমও

কমে নি। আমরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটিই দেখতে পাই যে, মানবজাতির প্রতি কত বেশি দয়া ও মমতা তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হতো।

একবার মহানবী (সা.) মসজিদুল হারামে দাঁড়িয়ে মুশকিরদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা বলো, **আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে।** এটি শুনে কুরাইশরা তাঁর ওপর হামলে পড়ে। হারেস বিন আবী হালা (রা.) সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে বাঁচানোর জন্য তাদের সাথে লড়াই শুরু করেন আর তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। এরপর তারা সবাই একত্রিত হয়ে হারেস (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে, এমনকি তাকে মারতে মারতে শহীদ করে ফেলে। একত্ববাদের বিরুদ্ধে অবস্থানকারীরা মহানবী (সা.) এবং তাঁর পরিবারকে তিন বছর শে'বে আবু তালিবে সামাজিকভাবে বয়কট করে রাখে। অথচ তিনি (সা.) এথেকে মুক্ত হয়ে পূর্বের চেয়েও অধিক হারে সাধারণ লোকদের কাছে একত্ববাদের প্রচার করতে থাকেন।

অতঃপর তায়েফ সফরের বিখ্যাত ঘটনা। নবুয়তের ১০ম বছর শওয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে সাথে নিয়ে তায়েফ গমন করেন এবং সেখানে দশদিন অবস্থান করে বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দাওয়াত দেন, কিন্তু তারা সবাই অস্বীকার করে। পরিশেষে তিনি (সা.) তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতা আবদে ইয়ালিল এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেও অস্বীকার করে এবং তাঁর (সা.) সাথে হাসি-তামাশা করে আর তাঁকে সেখান থেকে চলে যেতে বলে। অন্যদিকে বখাটে ছেলেদেরকে তাঁর পেছনে পাথর মারার জন্য লেলিয়ে দেয়। তারা তিন মাইল দূর পর্যন্ত মহানবী (সা.)-কে পাথর মারতে থাকে যার ফলে তিনি আপাদমস্তক রক্তে রঞ্জিত হন। এরপর তিনি (সা.) সেখানকার একটি আঙ্গুর বাগানে আশ্রয় নেন যার মালিক ছিল উতবা বিন রবীয়্যা। সে তার এক ভৃত্য আদ্দাসের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর কাছে আঙ্গুর পাঠিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি নেয়নোভা থেকে এসেছি। এরপর তিনি (সা.) তাকে তবলীগ করেন আর বলেন, আমি তোমার এলাকার নবী ইউনুস এর ভাই। সেও মহানবী (সা.)-এর কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে আবেগতাড়িত হয় এবং তাঁর হাতে চুমু খায়। যাহোক, কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে তিনি (সা.) নাখলা হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বে তিনি বিরোধিতার কথা চিন্তা করে সতর্কতামূলকভাবে মুতঈম বিন আদীকে বলেন, আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই, তুমি কি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করবে? মুতঈম নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি (সা.) মক্কায় প্রবেশ করে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করেন। আবু জাহল তাকে দেখে মুতঈমকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কী তার অনুসারী হয়ে গেছ নাকি তাকে আশ্রয় দিয়েছ? মুতঈম যখন বলে, সে কেবল তাকে আশ্রয় দিয়েছে তখন আবু জাহল নিশ্চুপ হয়ে যায়।

এরপর তিনি (সা.) পুনরায় মক্কায় ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। একত্ববাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আরবের বাজারেবন্দরে ঘুরতেন এবং সেখানে মানুষকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানাতেন। মক্কার বাইরে বিভিন্ন স্থানে মেলা বা লোকসমাগম হতো। এর মধ্যে **উকায, মাজান্না এবং যুল-মাজায** ছিল প্রসিদ্ধ আরবের মেলা। উকাযের মেলায় আরবরা শওয়াল মাসে অবস্থান করত, মাজান্নায় বিশ যুল-কাদা পর্যন্ত অবস্থান করত আর যুল-মাজাযে হজ্জের দিন পর্যন্ত অবস্থান করত। হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হজ্জের দিনগুলোতে উকায ও মাজান্নার মেলায় যেতেন এবং মানুষের গৃহে ও তাদের আবাসনস্থলে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, **কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছে যে আমাকে সাহায্য**

করবে যাতে আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে পারি আর তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হবে?

একত্ববাদ গ্রহণের কারণে সাহাবীগণ (রা.)-এর ওপরও নানাবিধ অত্যাচার নিপীড়ন করা হতো। কুরাইশরা একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-কে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করত, অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর এমন নির্মম অত্যাচার ও বর্বরতা চালাত যে, এর বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার শক্তি কলমেরও নেই আর কেউ বর্ণনাও করতে পারে না। মহানবী (সা.) প্রথমদিকে নামাযও গোপনে আদায় করতেন। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে মক্কার কোনো এক উপত্যকায় গিয়ে নামায আদায় করতেন। হযরত আবু তালিব এটি দেখে তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জানতে চান। এরপর বলেন, আমি আমার পিতৃপুরুষদের ধর্ম তো পরিত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাকব তোমাদেরকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে যাবো। তিনি হযরত আলী (রা.)-কেও মহানবী (সা.)-এর সমর্থন করতে বলেন।

হযরত বেলাল (রা.) ঈমান আনয়ন করলে তাঁর মালিক তাকে ধরে মরুর উত্তপ্ত মাটিতে শুইয়ে দিত এবং তার ওপর পাথরের টুকরো ও গরুর নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিত আর বলত, তোমার প্রভু তো লাত ও উয্যা। কিন্তু তিনি বারবার উচ্চারণ করতেন, **"আহাদ, আহাদ"** (অর্থাৎ আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক)। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সাত উকিয়া অর্থাৎ, প্রায় ২৮০ দিরহাম এর বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। কুরাইশরা শুধু মুসলমানদের ওপরই অত্যাচারে রত ছিল না; বরং মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তাও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে নিরাপদ ছিল না। সর্বাধিক দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। তাঁর নাম ছিল মুহাম্মদ, কিন্তু তারা সেই নাম বিকৃত করে তাঁকে **"মুযাম্মাম"** বলে ডাকত অর্থাৎ, (নাউযুবিল্লাহ্) চরম নিন্দিত ব্যক্তি। যিনি এ শহরের সর্বাধিক সত্যবাদী ছিলেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি সর্বাধিক শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাকে লোভী ও প্রতারক বলা হতো। যিনি তাঁর যৌবন, শক্তিসামর্থ্য, রাত-দিন এ জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করেছিলেন, তাকে পাগল ও উন্মাদ বলা হতো। তাঁর ওপর কখনো পাথর নিক্ষেপ করা হতো এবং কখনো নোংরা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হতো। উহুদের যুদ্ধে চরম বিপজ্জনক সময়ে নিজেদের মৃত্যুর ঘোষণা শুনেও সাহাবীগণ (রা.)-কে মহানবী (সা.) নীরব থাকতে বলেন। কিন্তু যখন আবু সুফিয়ানকে এ কথা বলতে শোনেন যে, **হুবলের জয় হোক;** তখন তিনি (সা.) অত্যন্ত আবেগের সাথে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা বলো, **আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল** (তথা আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত)।

হুযূর (আই.) বলেন, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন আর তিনি তাঁর রচনাবলীর অসংখ্য স্থানে খোদার তৌহীদের গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদেরও এ দায়িত্ব পালন করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। রমযানে আমাদের দোয়া করা উচিত, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় আমরা যেন সর্বাগ্রে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দিন এবং আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করুন। মুসলিম বিশ্বের জন্যও দোয়া করুন, যেন তারা প্রকৃত একত্ববাদের অনুধাবনকারী এবং এর ওপর আমলকারী হয়।

পরিশেষে হুযূর (আই.) নাইজেরিয়ার মুরুব্বী সিলসিলাহ্ **মুকাররম মরহুম যিকরুল্লাহ্ তাইয়ু আইয়ুব** সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তার গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল।

হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org**-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)